দুই শৃঙ্গ হৈল যেন পুবাল পাতর
গলায় সোনার বিম্বুকী যেন চন্দ্র সুন্দর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রত্নমৃগ অতি মনোহর
দুই ওষ্ঠ হৈল তাহে যেন দিবাকর।
স্থানে২ রাঙ্গা মধ্যে দেখি কজ্জলের রেখা
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজুলীঝলকা।
লোমাবলি দেখি যেন মুকুতার জ্যোতি
দুই চক্ষু জলে যেন রতনের বাতি।
নানা মায়া ধরে যেন মায়ার পুতুলি
রত্নের কিরণ যেন পড়িয়াছে বিজুলি।
মৃগের রূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে
তরনাকে গাইল গীত ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাসে।

গাছের আড়ে লুকাইয়া রহিল রাবণ
আলো করিয়া যায় যেন রত্নের কিরণ।
আপন মূর্ত্তি দেখিয়া আপনি ভুলটে
চলিতে২ গেল মৃগ শ্রীরামের নিকটে।

রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।
শোকসাগরে ডুবাইতে জানেন বিধাতা
সীতার অর্থে দিতে গেল যতেক অবস্থা।
কোন বিধাতা করিল এমন মৃগের নির্ম্মাণ
রামের ডরে বলে সীতা কর অবধান।
কৌতুকে বলেন সীতা মধুর বচন
সম্বিধান হয় তবে করি নিবেদন।
এই মৃগের চর্ম্ম পাইলে পাতিয়া বসি
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সীতা বলেন মৃদু হাসি।
শুনিয়া না লঙ্ঘে রাম সীতার বচন
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে আনিল তখন।
অদ্ভুত এক মৃগ দেখ ভাই বিদ্যমান
অপূর্ব্ব সুন্দর মৃগ কে করেছে নির্ম্মাণ।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী
ধবল কিরণ যেন গায়ের লোমাবলি।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নিছেন দেখি
আকাশের তারা যেন মৃগের দুই আঁখি।

দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ
রূপে আলো করে মৃগের দুই কর্ণ।
সুন্দরী সীতা যদি বৈসে ইহার চর্ম্মে
তবে মনে প্রীত হয় বলেন শ্রীরামে।
মৃগের রূপ দেখি তখন বলেন লক্ষ্মণ
রামের তরে বলিল কিছু প্রবোধবচন
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনির তুণ্ডে
মায়ামৃগ হইয়া আমা দোঁহা ভাণ্ডে।
রূপে মোহিত করিয়া মায়ার প্রকার
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে সংহার।
নানা মায়া ধরে সে মায়ার পুতলী
আমাসভা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী ।
মৃগের পাশে আছে এক রাজার ভাণ্ডার।
ত্রিভুবনে নাই এমন মৃগের সঞ্চার।
ভালমতে ইহা আগে করিব জিজ্ঞাসা
সরূপে এ মৃগ নহে মারীচ রাক্ষসা।
বুদ্ধের সাগর লক্ষ্মণ বুদ্ধি নাই টুটে
যত যুক্তি বলেন লক্ষ্মণ সকল যুক্তি ঘটে।

লক্ষ্মনের বচনে রঘুবীর হাসে
এত কালে মারীচ কি আইল মোর পাশে।
মারিব মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী
অগস্ত্য মারিলেন যেন ইল্বোল বাতাপি।
সরূপে মারীচ হয় মারিব ত্বরিত
রাক্ষস মারি ঘুচাইব মুনি সভার ভীত।
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগ জাতি
রত্নমৃগ ধরিলে যে পাইব পীরিতি।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরানে
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইখানে।
যাবৎ মৃগ মারিয়া না আমি ঘরে আসি
তাবৎ রাখিহ ভাই সীতা রূপসী।
আমার বচন কভু না করিহ আন
প্রমাদ পড়ে তবে তুমি হইও সাবধান।
গাছের আড়ে হইতে রাবন সব কথা শুনে
মৃগ মারিতে যান হাতে ধনুর্ব্বানে।
যখন যে হবে তাহা বিধি ভাল জানে
সীতাহেন সতী দুঃখ পাইল কিকারনে।

সোনার টোপর পরে হাতে ধনুঃ শর
মৃগ মারিতে যান রায় লক্ষ্মন থুইয়া ঘর।
রামের মূর্ত্তি দেখিয়া মারীচের চমৎকার
পলাইয়ে গেলে মোরে মারিবে লঙ্কেশ্বর।
সম্মুখ হইয়া মারীচ যায় ফিরে২
লক্ষ্মনের আড়ে হয় রামের বানের ডরে।
ঘর এড়িয়া মারীচ গেল এক প্রহরের পথ
নদ নদী এড়িয়া গেল অনেক পর্ব্বত।
ক্ষনে যায় ক্ষনে চায় ক্ষনে হয় দুর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।
ক্ষনেক নিকট হয় ক্ষনেক অন্তরে
রাম নিকট গেলে পলাইয়া যায় দুরে।
প্রানে মরিবেক মৃগ না মারেন বান
নিকটে পাইলে মৃগের ধরি দুই কান।
চিন্তিয়া গনিয়া রাম বুঝেন কারন
সকপে মৃগ হইলে নহিত দরশন।

ক্ষনেক অদর্শন হয় ক্ষনেক মৃগ দেখি
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী।
ঐষিক বান রাম পূরিল সন্ধান
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান।
ঘায়ের জ্বালায় মারীচ পড়িল অন্তরে
রাক্ষসমূর্ত্তি ধরিয়া হাহাকার করে।
মরনকালে মারীচ রাবনের করে হিত
রামের প্রায় ডাক ছাড়িল আচম্বিত।
ঝাট আইস লক্ষ্মন ভাই কর পরিত্রান
রাক্ষস মেলিয়া ভাই মোর লয় প্রান।
এতেক জানিয়া রাক্ষসা ডাকে রামের বানী
রামের বচন শুনি আসিবে এখনি।
লক্ষ্মন২ বলিয়া মারীচ ডাকে রামের রা
রাক্ষসের কথায় রামের কাঁপে সর্ব্ব গা।
মারীচের বুকের বান কাড়িয়া লৈল হাতে
সীতা রাখিতে রাম যান অস্তেব্যস্তে।
টান দিতে মারীচের বান খসিল বুকে
কীর্ত্তিবাস মারীচবধ গাইল অরন্যকে।

দুরে হৈতে রাক্ষসা ডাকে রামের বানী
রাক্ষসের মায়ায় যেন রামের কথা শুনি।
এথা সীতা শুনিলেন রামের করুন বচন
সীতা বলেন ঝাট করি চলহ লক্ষ্মন।
ভাইয়ের করুন বচন শুনি কেমনে আছ ঘরে
দেখ গিয়া তোমার ভাইকে রাক্ষসেতে মারে।
লক্ষ্মন বলেন আমার ভাইয়ের নাই ভয়
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।
রামের মুখে নাই কভু কাতর বচন
সীতা বলেন ঝাট করি চলহ লক্ষ্মন।
ওতরোল সীতা হও কিসের কারন
রাম জিনিতে পারে এমন আছে কোন জন।
রামের বচন সীতা আমি নাই শুনি
প্রান গেলে রামের নাহি কাতর বানী।
লক্ষ্মন বলেন লোক অবশ্য সং-হতি চাহে
শূন্য ঘরে থুইব তোমা কভু ভাল নহে।
প্রবোধ না মানে সীতা হৈল ওতরোলী
মাতায় ঘা হানে সীতা পাড়ে গালাগালি।

বৈমাত্রেয় ভাই কভু নহেত আপন
আমার তরে লক্ষ্মন তোমার কিবা লয় মন।
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ স্ত্রী
ভরতের মনে তোমার আছে সারিভারী।
যেই চাহ লক্ষ্মন সেই তোমার বেলা
আমার প্রতি আসে ভাইয়েরে কর হেলা।
আর পুরুষ সীতা না চায় চক্ষুর কোনে
গলায় কাটারি দিয়া মরিব পরানে।
লক্ষ্মনের পুন্য শরীর হৃদয়ে নাহি কালী
সর্ব্ব প্রানী স্বাক্ষী হও করি পুটাঞ্জলি।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর
সভে স্বাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর।
প্রবোধ না মানে সীতা অধিক বলে রোষে
আজি মরিবেক সীতা আপনার দোষে।
গাণ্ডিব দিয়া লক্ষ্মন বেড়িলেন ঘর
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ তাহার পত্নী সীতা
শূন্য ঘরে রাখিও হে সকল দেবতা।

স্থির হইয়া মোরে দেহত মেলানি
আর কিছু না বলিহ দুরক্ষর বানী।
মাতার মা হানে সীতা চক্ষুর জলে তিতে
সীতা প্রণমিয়া লক্ষ্মন চলিল ত্বরিতে।
দৈব বিমুখ হৈল চলিল বীর লক্ষ্মন
গাছের আড়ে থাকিয়া দেখেত রাবন।
এত দুরে রাবনের সিদ্ধ অভিলাষ
তপস্বির বেশ ধরি যায় সীতার পাশ।
দুই পানই দুই পায় কান্ধে ধরে ছাতি
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।
পরম সুন্দরী সীতা বচন মধুর
সীতার রূপ দেখিয়া রাবন কামাতুর।
মধুর বচনে রাবন সীতারে সম্ভাষি
কোন জাতিস্ত্রী তুমি কোন দেশে বসি।
কাহার ঝিয়ারি তুমি কার প্রিয়োত্তমা
মনুষ্য নহত তুমি সোনার প্রতিমা।

সুললিত দুই স্তন শোভা করে হারে
উত্তম বসন শোভা করে তোমার শরীরে।
বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে
তুমি হেন সুন্দরী থাক কেমন সাহসে।
পরিচয় দেয় সীতা তপস্বিজ্ঞানে
অমৃতে সেঁচিল যেন মধুর বচনে।
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা
দশরথের বধূ আমি শ্রীরামের বনিতা।
খানিক রহ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ
সেই ফল দিব তুমি করিহ ভক্ষণ।
অতিথিরে ভক্তি প্রভু রাম ভাল জানে
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে।
নির্ভয় হৈয়া বেড়াহ যাতায় ধির শিক্ষা
কোন জাতি কি নাম তোমার কেন কর ভিক্ষা।
এত যদি বলেন সীতা তপস্বির জ্ঞানে
আপন পরিচয় করে রাজা দশাননে।
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই আমার অধিকারী বিনে
আজন্ম কাল তপস্যা করি আমি এই বনে।

রাবন নাম আমার মুনি সকল জানে
বড় প্রীতি পাইলাম তোমাদরশনে।
ফল ফুল আহরিয়া করিত ভক্ষন
গৃহস্থ জন পাইলে করেত পালন।
তোমার সনে হৈল মোর অপূর্ব্ব দরশন
ভিক্ষা পাইলে নিজালয় করিয়ে গমন।
বেলাধিক হৈল ঝাট কর সন্নিধান
তোমার পুন্যে করি গিয়া স্নান দান।
রাম লক্ষ্মন আসিতে বিলম্ব অনেক দেখি
স্নানের বেলা হৈল মোর শুন চন্দ্রমুখী।
সীতা বলেন তপস্বী কর অবধান
পক্ক ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষন।
রাবন বলেন সীতা ব্রত করিত কাননে
আশ্রমে না লই ভিক্ষা মুনি সব জানে।
সীতা বলেন রাবন তোমার তরে কহি
প্রভুর আজ্ঞা বিনা ঘরের বাহির নহি।
রাবন বলে ভিক্ষা দিতে হইলে কাতর
তোমার ঠাঁই বিদায় হৈলে যাই সত্বর।

সীতা বলেন আশ্রমে অতিথি ব্যর্থ যাবে
সকল ব্রত নষ্ট হবেক প্রভু কি বলিবে।
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়
ফল হাতে করিয়া ঘরের বাহির হয়।
ফল হাতে করি সীতা বাহির হইল সত্বর
ফল লৈতে আইল দুরন্ত পাপী লঙ্কেশ্বর।
সীতার হাতে ধরিয়া লৈয়া যায় ত্বরিত
সীতা বলে বিধি মোরে কি করিলে আচম্বিত।
অনাচার কর্ম্ম করিস পাপিষ্ঠ রাবন
আমা নাগি হবে তোর সবংশে মরন।
রাবন বলে সীতা তুমি শুনহ বচন
আপন পরিচয় করি আমি শুনহ কারন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন
কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশ বদন।
তপস্বির বেশ ধরিয়া আসি তোমার সদন
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই মোর অধিকারী যত ধন।
ইন্দ্রের অমরাবতী হৈতে মোর লঙ্কাপুরী
পৃথিবীর দুর্ল্লভ তাঁহাই দেখিবে সুন্দরী।

তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী
দশ হাজার স্ত্রী তোমার করিয়া দিব দাসী।
সর্ব্বোপরে তোমাকে করিব ঠাকুরানী
শৃঙ্গারশাস্ত্র সীতা আমি ভাল জানি।
রাবন বলে সীতা করহ অবধান
তোমা আমা কেলি করিব বিচিত্র স্থান।
রামের সেবা করিয়া তোমার জন্ম গেল দুঃখে
আমার স্ত্রী হইলে থাকিবে নানা সুখে।
আমার বানে ত্রিভুবন কেহ না ধরে টান
মনুষ্য বেটা রামের তরে কত বড় জ্ঞান।
অল্প বুদ্ধি রামের অল্পত্ত জীবন
যুগে২ চিরঞ্জীবী রাজা দশানন।
সুন্দরী সীতা তুমি রূপে আর বেশে
তোমাহেন সুন্দরী যে মোর অভিলাষে।
কুপিলত সীতা দেবী রাবনবচনে
রাবনেরে গালি দেয় যত আইসে মনে।
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই তোর ধনের অধিকারী
কুবের জিনিয়া বড়ই দুরাচারী।

শৃগাল হইয়া তোর সিংহ ধরিতে সাধ
মরিবারে তুই রামের সনে কর বাদ।
বিষ্ণু অবতার রাম তুই নিশাচর
রাম আর তোয় দেখি অনেক অন্তর।
যত দূর দেখি কাঁজি আর অমৃতপানে
যত দূর অন্তর লোহা আর কাঞ্চনে।
রাম রাবনে অন্তর হয় অনেক দূর
রাম হয় সিংহ রাবন তুই হইস কুকুর।
কুড়ি পাটি দশনে রাবন করে কড়মড়ি
ডরে কাঁপেন সীতা কলার বাগুড়ি।
রাক্ষসমূর্ত্তি দেখি সীতা হইল ভয়ঙ্কর
অধিক তর্জ্জন করে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন গুনে রামের তরে মজেছে তোর মন
জটা বল্কল পরিয়া বেড়ায় বনেবন।
এক বৎসর তোমার করিব পালন
ভয়ে ডরাইল সীতা ছাড়িল জীবন।
সীতা বলেন শুন আরে পাতকী রাবন
আপনা মজাইলে তুমি আমার কারন।

দৈব নির্ব্বন্ধ রাবনের না যায় খণ্ডন
সীতার চুল ধরি রাবনের অকাল মরন।
আর চৌদ্দ যুগ ছিল রাবনের পরমায়ু
সীতার চুলে ধরিয়া হইল অল্পায়ু।
কত হাতে ধরে রাবন সীতার চুলি
আর হাতে ঊরু চাপিয়া ধরে মহাবলী।
ত্রাসে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর
কোথা গেলে প্রভু রাম গুনের সাগর।
সিংহের বিক্রম প্রভু রাম দেবর লক্ষন
শূন্য ঘরে পাইয়া মোরে লইল রাবন।
তুমি যত বলিলে হইল বিদ্যমান
ঝাট আইস দেবর মোর করহ পরিত্রান।
মূর্চ্ছিত হইল সীতা করেন রোদন
এমন সময় রাখিবে মোরে কোন বন্ধু জন।
সীতা রথে তোলে রাবন করিয়া পাথালি কোলা
নীল মেঘের ওপর যেন পড়িছে চপলা।
রথে হৈতে সীতা পাছে পড়ে ভূমিতলে
কুড়ি হাতে সাপটিয়া রাবন করে কোলে।

সীতা লৈয়া রাবন পলায় দিব্য রথে
রাম আইসে বলি পলায় আস্তব্যস্তে।
সীতা বলে পর্ব্বতে আছ যত দেবগন
প্রভুরে কহিও সীতারে লইল রাবন।
প্রানের ব্যগ্রতায় সীতা দেবী ডাকে
পর্ব্বতে কে আছে যে সীতার তরে রাখে।
বনের ভিতরে যত আছে বৃক্ষ লতা
রামেরে কহিও রাবন নিল তোমার সীতা।
গাছের ডাল সীতা চাপিয়াত ধরে
নাকুড়ির বাড়ি মারে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
এড়ং বলি ডাকে দুরন্ত রাবন
রথে হৈতে পড়ে সীতা করয়ে রোদন।
ভণ্ড তপস্বী জানি যদি রাক্ষস বীর
তবে কেন হৈব আমি ঘরের বাহির।
সীতা বলেন রাবন তোরে বলি হিত
আমা দিয়া রামের সনে করহ পীরিত।
রাবন বলে সীতা তুই মরিস অকারন
তোমাহেন স্ত্রী পাইলে ছাড়ে কোন জন।

সীতা বলে রাবন বিধি তোরে পাষণ্ডি
সবংশে মরিবে তুমি দৈব নাহি খণ্ডি ।
কুপিল রাবন রাজা সীতার বচনে
চালাইল রথখান ত্বরিত গমনে ।
জটায়ু নামে পক্ষিরাজ গরুড়নন্দন
দূরে হৈতে শুনে সে সীতার ক্রন্দন ।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুর্দ্দিগ চাহে
রাবনের কোলে দেখে সীতা লৈয়া যায়ে ।
চন্দ্রাকার সীতা দেখি রাবন রাজা কালা
নিল মেঘের উপরে যেন পড়িছে চপলা ।
ত্রিভুবনে যত বীর পক্ষির গোচর
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লঙ্কেশ্বর ।
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট
রাবনেরে গালি পাড়ে মারে পাখসাট ।
ডাক দিয়া বলে পক্ষী শুন নিশাচর ।
আপনা না জানিস তুই পাপী লঙ্কেশ্বর ।

রঘুনাথ নাহি হিংসে তোমার লঙ্কাপুরী
কোন দোষে লৈয়া যাহ তাহার সুন্দরী।
তোর ভগ্নী ভাতারলোভে না থাকে প্রবোধে
নাক কান কাটে তার এই অপরাধে।
দশরথ রাজা বড় ধর্ম্মেতে তৎপর
তাহার পুত্রবধূ নিস তিলেক নাই ডর।
বুড়া বয়সে মোর ঠোঁট হৈল ভোঁথা
গাছের ফলসম ছিড়িয়া ফেলাইতাম মাথা।
পাখসাট মারে পক্ষী রাবন দেয় গালি
রাবনের সনে যুদ্ধ করে পক্ষী মহাবলী।
আকাশে উঠিয়া দেখে পক্ষী রাম অনেক দূর
আঁচড়ে কামড়ে রাবনের রথ করে চুর।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ দিয়া পড়ে
রাবনের পিঠের মাংস থানে২ ছিঁড়ে।
ঠোঁটের ঘায় ছিড়িয়া পেলে সারথির মুণ্ড
রথের ধ্বজা ভাঙ্গিয়া করে খণ্ড২।
সীতা হরিয়া যুঝে রাবন না পায় আস
সীতা ভূমে থুইয়া রাবন উঠিল আকাশ।

ভূয়ে থাকিল সীতা রাবন উঠিল আকাশে।
কানড় সম্বরে সীতা পলায় তরাসে।
পলাইতে চান সীতা পলাইতে নাহি পথ
খালে জোলে বনে টাঁনে বেড়িয়াছে পর্ব্বত।
ত্রাসে কান্দেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা।
বুড়া বয়স যুঝে পক্ষিরাজ অন্তরেতে ত্রাস
ডালে বসিয়া পক্ষিরাজ ঘন বহে শ্বাস।
বলে টুটা পক্ষিরাজে দেখিল রাবন
মায়া করিয়া রথখান করিল সাজন।
আরবার রাবন সীতাতোলে রথে
সীতা লইয়া রাবন চলিল অস্তেব্যস্তে।
আরবার পক্ষিরাজ সাহসে করে ভর
মহাযুদ্ধ করে পক্ষী হইল এক প্রহর।
রাবন বলে পক্ষিরাজ শুনহ কারন
পরনাগিয়া প্রান কেন দেহ অকারন।
এত দূরে পক্ষিরাজ প্রান কর রক্ষা
যাবৎ নাহিক কাটি তোমার দুই পাখা।

দুই জনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।
অঙ্কুশ না মানে যেন মত্ত হাতী রনে
পক্ষির যুদ্ধেতে রাঙ্গা হইল রাবনে।
রাবনের মাতার মুকুট রত্ননির্ম্মান
ঠোটের ঘায়ে পক্ষী তাহা করে খান২।
ভাগ্যে পুন্যে রাবনের রহিল দশ মাতা
দশ মুণ্ড নেড়া হৈল রাবনের অবস্থা।
মাতার চুল ছিঁড়িয়া মাংস করে খণ্ড২
চুল ছিঁড়িয়া ফেলে রাবনের নেড়া হৈল মুণ্ড।
পক্ষির যুদ্ধে রাবনের হৈল অপমান
সীতা ধরিয়া রাবন এড়িতে নারে বান।
আরবার সীতা এড়িল ভূমিতলে
রথে চাপিয়া রাবন ওঠে গগনমণ্ডলে।
ত্রিশ হাজার বান রাবন এড়িল সত্বর
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া পক্ষী হইল কাতর।
দুর্জ্জয় রাবন রাজা ত্রিভুবন জিনে
কি করিতে পারে তারে পক্ষির পরানে।

রামের মুখ চাহে পক্ষী রাম অনেক দূর
পুনঃপুনে যুঝে পক্ষী সাহসে করি ভর।
রাবন বলে পক্ষী গোটার বল নাহি টুটে
অর্দ্ধচন্দ্র বানে পক্ষির দুই পাখা কাটে।
ভূমিতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট
ধাইয়া আইসেন সীতা পক্ষির নিকট।
আমালাগিয়া শশুর হারাইলা পরান
নিশ্চয় রাবনের হাতে আমার মরন।
আমার জন্ম হইল রাবনকারন
আর প্রভুর সনে মোর নাহি দরশন।
যাবৎ দেখা নাহি পায়েন রাম লক্ষ্মন
তোমার মুখে বার্ত্তা পাবেন কমললোচন।
তবে শশুর তোমার হবেক মরন
সীতা বলেন যত ধর্ম্ম হয় অকারন।
কোন দোষে মোরে হরিয়া লয়ত রাবন
কোন দেশে লৈয়া যায় না জানি কারন।

সীতা বলেন এতেক কাতর বচন
ললাটে লিখিত মোর না যায় খণ্ডন।
প্রভুরে দেখহ যদি বনের ভিতর
বলিহ তোমার সীতা নিল পাপী লঙ্কেশ্বর।
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী
অন্তরীক্ষে লৈয়া গেল তোমার সীতা সুন্দরী।
এইখানে সীতা বিস্তর করিল ক্রন্দন
তবে পক্ষিরাজের লইল জীবন।
জটায়ু বলেন সীতা তোমার ললাটলিখিত
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে বিদিত।
আমার বচন শুন সীতা না কর ক্রন্দন
তোমার উদ্ধার করিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
দুই জনের কথা শুনি রাবন রাজা হাসে
রথ সাজিয়া রাবন তুলিল আকাশে।
রথখান লৈয়া যায় সীতা তুলিবারে
রথে না ওঠেন সীতা গাছ চাপিয়া ধরে।
পাতা লতা ধরেন সীতা রহিবার মনে
এড়ং বলিয়া রাবন চুল ধরিয়া টানে।

সীতা রথে তোলে রাবন ধরিয়া মাতার চুল
হাত পা আছাড়ে সীতা কান্দিয়া আকুল।
সীতার ক্রন্দনের বিলাপ লিখিতে না জানি
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় সাপিনী।
সীতা যত গালি দেয় রাবন তাহা নাহি শুনে
রথে চড়ি রাবন রাজা উঠিল গগনে।
এক পাখির যুদ্ধে রাবন হৈল লণ্ডভণ্ড
রাম আসিয়া পাছে পাড়েন পাষণ্ড।
রামের ভরে রাবন পলায়ত ত্রাসে
অন্তরীক্ষে চড়িয়া যায়ত আকাশে।
হাত পা আছাড়ে সীতা ফেলে অভরন
সীতার অভরন পুষ্পে ছাইল গগন।
গলার অভরন ফেলেন মাতা সীতা দেবী
সীতার পুষ্প অভরনে ছাইল পৃথিবী।
গলার ছিঁড়িয়া ফেলে সীতা মনি মুক্তার ধারা
হিমালয় পর্ব্বতে যেন বহে গঙ্গার ধারা।
রাম লক্ষ্মন বলিয়া কান্দেন কাতর সীতা
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে সকল দেবতা।

সীতা বলেন ঝাট আইস রাম লক্ষ্মণ
অভাগিনী সীতার লাগালি না পাইলে এক জন।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত অতি উচ্চ শেখর
চারি পাত্র লৈয়া সুগ্রীব তাহার ওপর।
নল নীল হনুমান পবননন্দন
জাম্বুবান সুগ্রীব বসিয়াছেন দুই জন।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝে
ডাক দিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজে।
রঘুনাথের স্ত্রী আমি সীতা নাম ধরি
গায়ের অভরণ ফেলেন গলার ওতুরী।
রামের সনে তোমার যদি হয় দরশন
প্রভুরে কহিও সীতা নিলেত রাবন।
হেনবেলা সুগ্রীবেরে বলে হনুমান
সীতা রাখিয়া রাবনের করি অপমান।
হনুমানের যুক্তি রাবন শুনিল আকাশে
সীতা লইয়া রাবন পলায় তরাসে।
সীতা লইয়া দক্ষিন দিগে চলিল রাবন
দৈবযোগে সুপার্শ্ব পথে দরশন।

সম্পাতির নন্দন সুপারশ্ব নাম তাহার
বিন্দু গিরি থাকি বাপের যোগায় আহার।
জটাযুর ভাইপো সে সম্পাতির নন্দন
সে না জানে জটাযুরে মারিয়াছে রাবন।
জটাযুর মরণ সুপারশ্ব যদি জানে
সেইদিন রাবনে মারিত সেইক্ষনে।
হস্তী শূকর মহিষ ব্যাঘ্র যত পায় বনে
এক সহস্র বনজন্তু ঠোঁটে করিয়া আনে।
সাগরের জল জন্তু যখন ধরিতে মন করে
তিন ভাগ সাগরের জল আচ্ছাদন করে।
এক ভাগ সাগরের জলমাত্র দেখি
বিন্দু গিরি বাপেরে আহার যোগায় পাক্ষি।
জটাযুর ভাইপো সে গরুড়ের নাতি
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে অতিশীঘ্রগতি।
পাখসাট মারে পাখি ঝড় যেন বহে
ত্রাস পাইয়া রাবন মাতা তুলিয়া চাহে।
রামং বলিয়া সীতা করিছে ক্রন্দন
সীতার ক্রন্দন শুনেন পক্ষী উপর গগন।

পাখসাট মারে পাখি তর্জ্জে গর্জ্জে ডাকে
দুই পক্ষ দিয়া রাবনের রথখান ঢাকে।
পক্ষির তরে ডাক দিয়া বলে দেবগন
রামের সীতা হরিয়া লয়ত রাবন।
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপে জ্বলে
রথসহিত গিলিতে দুই ঠোঁট মেলে।
রথসহিত গিলিব রাবন রাক্ষস
সীতার মরনে শ্বশুর গনে সুপারশ্ব।
দুই পাখা দিয়া রাখিয়াছে রাবনে এক প্রহর
চিন্তিয়া বলে রাবন পক্ষির গোচর।
রাবন রাজা নাম আমার ত্রিভুবন জানি
তোমার সহিত বিরোধ নাহি আমারাখ কেনি।
রাম লক্ষ্মন আমর করিয়াছে অপমান
সহোদরা ভগ্নির মোর কাটে নাক কান।
খর দুষন ভাই মারে রাম আমার বৈরি
রাম জিনিয়া লইয়া যাই তাহার স্ত্রী।
ত্রিভুবন জিনিয়া আমি বিক্রমে দুর্জ্জয়
তোমার ঠাঁই পক্ষিরাজ মানিনু পরাজয়।

সুপারশ্ব জানে যদি জটাযুর মরন
সেইক্ষনে রথসহিত গিলিত রাবন।
এই সব কথাবার্ত্তা সীতা কিছুই না জানে
সমুদ্র দেখিয়া সীতা মুর্চ্ছিত পরানে।
পক্ষির হাত এড়াইয়া রাবনের ত্রাস
সাগর ওত্তরিতে রাবন ওঠিল আকাশ।
জ্ঞান হরিল সীতা দেখিয়া সাগরপাথার
কেমনে রঘুনাথ সাগর হবেন পার।
হেট মাতায় কান্দেন সীতা সুন্দরী
সাগর তরিয়া রাবন গেল লঙ্কাপুরী।
রথে হইতে সীতা ওলায় রাজা লঙ্কেশ্বর
কোথায় থুইব সীতা রাবন চিন্তিত অন্তর।
বৈরিভাব হইল মোর রাম লক্ষ্মনের সনে
তাবৎ নিদ্রা নাহি যাবৎ না মারি দুই জনে।
রাজার গোচরে বলে চৌদ্দ নিশাচর
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে রাম একেশ্বর।
কেমনে যুঝিব আমি রাম লক্ষ্মনের সনে
কি করিতে পারি মোরা বীর যত জনে।

রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ নিশাচর
সাগরের পারে থাক সতর্ক অন্তর।
রাম লক্ষ্মনের সনে যুঝিব কেমনে
কি করিতে পারিব মোরা চৌদ্দ জনে।
রাবনের কোপ দেখি পলায় তরাসে
লঙ্কা ছাড়িয়া বীর তারা গেল অন্য দেশে।
আহার পানি নিদ্রা আর নাহিক ভোজন
কোথা থুইব সীতা মনে চিন্তেন রাবন।
ত্রাসে কান্দেন মাতা সীতাত সুন্দরী
রাবন বলে মাতা তুলি দেখ লঙ্কাপুরী।
চন্দ্র সুর্য্য আমার দ্বারে আসিয়া খাটে
আমার আজ্ঞা বিনা কেহ না আইসে নিকটে।
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কার গড়
দেব দানব কেহ না আইসে লঙ্কার নিয়ড়।
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে।
দাসী করি তাহাসভা দিব তোমার তরে।
নানা ধনে পুর্নিত দেখ আমার ভাণ্ডার
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকল তোমার।

আমি তোমার সেবক তুমি হও ঈশ্বরী
আজ্ঞা করহ সীতা লৈয়া যাই অন্তঃপুরী।
সীতার পায়ে পড়ে রাবন করেত ব্যগ্রতা
কোপ না করিহ মোরে চন্দ্রমুখী সীতা।
রাবনের বচনে সীতা কুপিল অন্তরে
ক্রোধ করিয়া সীতা বলেন ধিরে২।
শ্রীরাম প্রানধন প্রভু রাম দেবতা
রাম বিনা অন্য পুরুষ নাহি জানে সীতা।
নিরাস হইল রাবন সীতার বাক্য শুনি
কোপে বিষম চেড়িগুলা ডাক দিয়া আনি।
চেড়ি সব রক্ষক দিয়া থুইল অশোকবনে
সীতারে বেড়িল গিয়া যত চেড়িগনে।
শূর্পনখা আসি বলে নিষ্ঠুর বচন
গলায় নখ দিয়া বেটির বধিব জীবন।
তোর দেবর বেটা মোর কাটে নাক কান
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরান।

মুখে তর্জ্জন করে রাঁড়ী ত্রাস অন্তরে
রাবনের ডরে কেহ কিছু করিতে নারে।
সীতারে ধরিয়া লয় অশোককাননে
প্রানেতে কাতর সীতা কান্দে রাত্রি দিনে।
পাতকিনী তোমা ডাকে পড়িয়া কুপের ভিতি
ইন্দ্রে আনিয়া ব্রহ্মা দিলেন আরতি।
লঙ্কার ভিতর সীতা থাকিবে দশ মাস
দশ মাস কেমনে সীতা করিবে উপবাস।
সীতা মরিলে দেবতার সিদ্ধ নহে কায
এই পরমান্ন লৈয়া যাহ ইন্দ্র দেবরাজ।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র গেলেন সীতার আগে
সকল চেড়ি নিদ্রা যায় সীতামাত্র জাগে।
ইন্দ্র বলেন সীতা শোক না করিহ চিত্তে
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষিতে।
রাম লক্ষন গিয়াছেন মৃগ মারিবারে
রাবন আনিল তোমারে পাইয়া শূন্য ঘরে।
সাগর বাঁধিয়া রাম কটক করিছেন পার
রাবন মারিয়া তোমার করিবেন উদ্ধার।

আমার বচন শুন রাবনের হবেত মরণ
পরমান্ন লৈয়া আইলাম ব্রহ্মার সদন।
সীতা বলেন লঙ্কার ভিতর সব রাক্ষসময়
ইন্দ্র বলিয়া মোরে কর পরিচয়।
সীতার বচনে ইন্দ্র ভাবেন মনে২
সহস্র চক্ষু ইন্দ্র হইল ততক্ষণে।
ইন্দ্রকে দেখিল সীতা সহস্রলোচন
দেখিয়া সীতার প্রতীত হইল মন।
ইন্দ্রের হাতে দেখিল সীতা অমৃতের থাল
হাত পাতিয়া লৈলেন সীতা অমৃতের ফল।
আগে পরমান্ন দিলেন স্বামীরদের উদ্দেশে
পায়স ভক্ষণ সীতা করে অবশেষে।
পায়স ভক্ষনে সীতা পাইল পীরিত
মনে ভাবেন সীতা পাইল অব্যাহতি।
ইন্দ্র বলেন সীতা নহিও বিকল
প্রতি দিন আমি যোগাইব অমৃতফল।
সীতা আশ্বাসিয়া তবে গেল পুরন্দর
অশোকবনে রহেন সীতা লঙ্কার ভিতর।

সাগরের পার সীতা রহেন অশোকবনে
ধাইয়া ঘরে আইল রাম হাতে ধনুক বানে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের বড় রহে অভিমান
অরন্যকে গাইল রামশোকের নিদান।
স্থানে প্রবীন সে ফুলিয়ায় নিবাস
রামচরিত্র গাইল দ্বিজ মনে অভিলাষ।

হাতে ধনুক বান রাম ধাইয়া আইসে ঘরে
পথে অমঙ্গল রাম দেখিল গোচরে।
বামে সর্প দেখিল রাম দক্ষিনে শৃগালী
মনে তোলাপাড়া করে রাম হৈয়া উতরোলী।
বিপরিত রা কাড়িলে নিশাচর
মোর উদ্দেশে আসিবে ভাই সীতা থুইয়া ঘর।
মারীচবচনে ভাই করিবে বিসাদ
শূন্য ঘরে সীতা লৈয়া পাছে পড়ে প্রমাদ।
দুঃখের উপরে দুঃখ সকল দৈবদশা
এত দূরে আনে মোরে মারীচ রাক্ষসা।

যোড়হাতে বলেন রাম শুন সকল দেবতা
আজিকার দিন মোর রক্ষা কর সীতা।
যেই চিন্তেন রাম সেই দৈবলিখন
ঘরে আসিতে রাম পথে দেখেন লক্ষ্মণ।
প্রমাদ পাড়িল ভাই রাক্ষস পাতকী
তখনি জানিনু ভাই হারাইনু জানকী।
সীতা সমর্পিনু ভাই তোমার তরে
কাহার ঠাঁই এড়িলে সীতা কে আছে ঘরে।
আমার বচন ভাই কেন করিলে আন
শূন্য ঘরে মোর প্রাণ কারে দিলে দান।
কি হইল লক্ষ্মণ ভাই কি হইল মোরে
একেশ্বর সীতা কেন থুইলে শূন্য ঘরে।
তোমার ঠাঁই সীতা থুইয়া আমি আসি বন
প্রাণের সীতা মোর কোথা থুইলে লক্ষ্মণ।
রূপে আলো করে মোর সীতাত জানকী
এমন সীতা নিল মোর কেমন পাতকী।

শুনরে প্রানের ভাই তোর তরে বলি
শূন্য ঘরে প্রানের সীতা কারে দিলে ডালি।
অরন্যমাঝে ভ্রমিয়া বেড়াই তিন জন
সীতা ঘরে নাহি আমি জানিনু লক্ষ্মন।
সীতা থাকিলে ভাই সদাই থাকি সুখী
কোন রূপে কে নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
রাম বলেন ভাই ঘরে চলহ সত্বর
নিশ্চয় জানিনু আমি সীতার অবান্তর।
ভাই২ বলিয়া ধাইয়া আসি নিজ বাস
কান্দিতে২ রাম লক্ষ্মন হইল হুতাশ।
রাম বলেন প্রমাদ পাড়িলে ভাইরে লক্ষ্মন
কেন ঘর ছাড়িয়া ভাই তুমি গেলে বন।
আমার অধিক ভাই তোমার বুদ্ধি বল
এমত বুদ্ধি তোমার গেল রসাতল।
মায়ামৃগ ছলে আমা নিলেত কাননে
হের দেখ রাক্ষস পড়িয়াছে মোর বানে।
মাতার মুকুট দেখ লোহার মুষল হাতে
লক্ষ্মনেরে মারীচ দেখায়েন পথে।

এত বলি দুই ভাই চলিল ত্বরিত
সীতাং বলিয়া রাম হইল মূর্চ্ছিত।
রাম লক্ষ্মণ ত্রাসে আসেন ঘরের সম্মুখে
সীতাং বলিয়া রাম ঘনং ডাকে।
অন্ধকার ঘর দেখেন না দেখেন জানকী
কোন পাপী নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
রাম বলেন ভাই তোমারে বলি সার
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা নিল কোন চোরে।
ঘরে নাহি সীতা চাই সকল কাননে
রাম বলেন সীতা মোরে দেহ দরশনে।
পাতিং করিয়া চাহেন দুই বীর
ওলটিপালটি চাহেন রাম গোদাবরির তীর।
রাম বলেন সীতা বনে নাহি ভাইরে লক্ষ্মণ
তোমার দোষ নাহি মোর দৈবঘটন।
চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরির তীরে
সীতাং বলিয়া রাম ডাকেন ওচ্চৈঃস্বরে।

তপোবনে আছে যত মুনি পত্নীগন
রামের ডাক শুনিয়া তারা আইল ততক্ষন।
কান্দিয়া বিকল রাম ফুলিল দুই আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত বনের পাখি।
কাদিতে২ রামের ফুলিল দুই আঁখি
কোন বনে রহিয়াছ সীতা চন্দ্রমুখী।
সীতা২ বলিয়া রাম পড়ে ভূমিতলে
ভাই২ বলিয়া লক্ষন রাম কৈল কোলে।
দুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি
দেখা দিয়া রাখ প্রান সীতা চন্দ্রমুখী।
ত্রিভুবনে জানে তুমি সোহাগে আগল
লুকাইয়া থাক কর হইনু পাগল।
আমারে লুকাইয়া কিবা আছ মুনির ঘরে
ঘরের ভিতর দেখি গিয়া সীতা কি কর্ম্ম করে।
আরবার সেইঘরে রাম করিল প্রবেশ
সীতা নাহি ঘরে ভাই গেলেন কোন দেশ।
সীতা২ বলিয়া রাম ঘন২ ডাকি
রাম বলেন ভাই ভাল মতে চল ঘর দেখি।

ভাই২ বলিয়া লক্ষ্মনের তরে ডাকে
রামহেন বাল্মিকের অনেক বিপাকে।
অনেক ক্ষণে চৈতন্য হৈল শ্রীরাম শরীরে
ভাল মতে দেখ ভাই সীতা আছে ঘরে।
রাম বলেন দেখি কুড়িয়ার বাহিরে
লুকাইয়া সীতা আমারে উপহাস করে।
সর্ব্বজ্ঞ কোথা আছে কহত আমারে।
সিংহ ব্যাঘ্র কিম্বা খাইল সীতার তরে।
বনজন্তু পাইয়া সীতা করিল সংহার
ইহলোকে সীতার সনে দেখা নাহি আর।
ধাইয়া যায়েন রাম গোদাবরির কুলে
কাঁদি২ যান রাম আওদড় চুলে।
ব্যাকুল হইয়া রাম চাহেন বনলতা
পাতি২ করিলেন না দেখেন সীতা।
রাম বলেন গোদাবরীতে পদ্ম দেখি
পদ্ম আনিতে গিয়াছেন সীতাও জানকী।
পদ্ম আনিতে সীতা গিয়াছেন কৌতুকে
সীতা চাহিতে দুই ভাই পদ্মবনে ঢোকে।

শোক ওপবাসে রাম হইল পাগল
আওদড় চুলে বেড়ান হইয়া বিকল।
রাম বলেন ভাই দুঃখ পাই অকারন
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন।
নানা স্থান চাহেন রাম বনের ভিতর
আরবার সীতা চাহিতে আইসেন সেইঘর।
রাম বলেন পঞ্চবটী পুন্যস্থান তুমি
গোদাবরির নিকট তেঁই রহিলাম আমি।
তাহার ওচিত ফল দেহত আমারে
শুন্য দেখি নিকেতন সীতা নিল কোন চোরে।
রাম বলেন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা
কে হরিয়া নিল মোর চন্দ্রমুখী সীতা।
কাঁদিতে২ রাম চাহেন বনেবন
সীতার পুষ্পমাল্য দেখেন গায়ের অভরন।
রথখানার পড়িয়াছে মনি মানিকের চাকা
কনকরচিত পড়িয়াছে ধ্বজা পতাকা।
রথের চুড়া পড়িয়াছে রথের জাতি
মনি মানিক পড়িয়াছে সোনার কাঁঠি।

রাম বলেন হের দেখ ভাইরে লক্ষ্মন
এই প্রমাদ পাড়িয়াছে কে শুনহ কারণ।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় ওইৎস্তর দেখি
পর্ব্বতে লুকাইয়া রাখে সীতা চন্দ্রমুখী।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুক বাণ
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করিব খানং।
মহাযুদ্ধ হইয়াছিল বুঝি অনুমানে
তাহার কারণ তুমি দেখ বিদ্যমানে।
লক্ষ্মণ বলেন এই বড় প্রমাদ দেখি
এই পর্ব্বতে নাহি সীতাত জানকী।
পর্ব্বত কাটিতে ভাই চাহ অকারণ
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন।
ঘরে থাকিলে আমি জানিতাম অবান্তর
কোন বেটা আসিতে পারে আমার গোচর।
রামের তরে এত যদি বলিলেন লক্ষ্মন
শোকে আকুল রাম না মানে প্রবোধবচন।
ধনুকে গুণ দিয়া রাম সর্পহেন গর্জ্জে
ত্রিভুবন পোড়াইব রাখিয়াছি কোন কার্য্যে।

ত্রিভুবন পোড়াইতে রাম পুরিল সন্ধান
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেন শিব অধিষ্ঠান।
পায়ে পড়িয়া লক্ষ্মন বীর করে স্তুতি
মোর যুক্তি অবধান কর ঠাকুর রঘুপতি।
ব্রহ্মা সৃজিলেন সৃষ্টি বড়ই কৌতুকে
এমন সৃষ্টি নষ্ট কর মরিবে সর্ব্ব লোকে।
সবংশে মরিবে যে হবা অপরাধি
একের অপরাধেতে অন্য নাহি বধি।
তোমার বানাগ্নিতে কার নাহিক নিস্তার
অকারনে কেন গোসাঞি পোড়াবে সংসার।
কোনখানে আছেন সীতা করহ বিচার
দুই ভাই চাহিয়া বেড়ান পর্ব্বত ওপর।
মুনির তপোবন চাহিব পর্ব্বত শেখর
নদ নদী দেখিব আর দির্ঘী সরোবর।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন
পশ্চাৎ করিব চেষ্টা যেবা লয় মন।
অস্ত্র সম্বরিয়া রাম থুইলেন তুনে
সীতার উদ্দেশে চলিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মনে।

ক্ষনেক ওঠেন রাম ক্ষনেক বৈসে
রাম বলেন ভাই যাই কোন দেশে।
কোথা গেলে সীতার পাইব ওদ্দেশ
রামের ক্রন্দনে লক্ষ্মন পায় বড় ক্লেশ।
এক শরীর রাম লক্ষ্মন কিছু নহে ভিন্ন
সেই পর্ব্বতে পাইল সীতার কিছু চিহ্ন।
চলিতে২ যান রাম করয়ে ক্রন্দন
অশেষ প্রকারে প্রবোধি করেন লক্ষ্মন।
ক্রন্দন সংবল ভাই না করহ চিন্তা
বন টাল চাহিলেত অবশ্য পাব সীতা।
লক্ষ্মনের প্রবোধে রাম বন ওকটে
রক্তে রাঙ্গা পক্ষিরাজ দেখেন নিকটে।
পক্ষী মারিতে বান রাম পুরিল সন্ধান
আমার সীতা খাইয়াছ বধিব পরান।
গৃধিনীরূপে মানুষ খাও বেড়াহ নিশাচর
মারিলাম বান আমি দেখিয়া সত্বর।

সন্ধান পুরিয়া মান রাম পাখি মারিবারে
মুখে রক্ত ওঠে পক্ষী বলে ফিরে২ ।
সীতা চাহিতে বনে করিলা প্রবেশ
এই দেশে না পাইবা সীতার উদ্দেশ ।
তোমার সীতা আমার লইলেন পরান
লঙ্কায় সীতা লইয়া গেলেন রাবন ।
তোমরা দুই ভাই নাহি ছিলে ঘরে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিল লঙ্কেশ্বরে ।
বুড়াকালে যুদ্ধ করিতে নারি প্রাচ অন্তরে
তবু রাবনে রাখিয়াছিনু এক প্রহরে ।
দুই পাখা কাটিলে মোর পাপিষ্ঠ রাবন
মুখে রক্ত ওঠে আমার হইয়ে অচেতন ।
সীতা লৈয়া গেল রাবন আমি বাসি মরা
আমারে মারিতে চাও মরার উপর খাঁড়া ।
তোমার বাপের মিত্র তোমা লাগিয়া মরি
তুমি মারিলে আমি কি করিতে পারি ।
প্রান রাখিয়াছি তোমায় করিব দরশন
সমুখে রহ রাম দেখি কমললোচন ।

হাতের ধনুক ফেলেন রাম আপনা নিন্দে
পক্ষিরাজে কোলে করি দুই ভাই কান্দে।
জটায়ু আর বলে যত কথা লিখিতে না জানি
শুনিয়ার শ্রাবন যেন রামের চক্ষে পড়ে পানি।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি আমার বাপ
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দুর কর মনস্তাপ।
রাবনের সনে মোর কভু নহে হিংসা
কোন দেশে স্ত্রী মোর নিলেত রাক্ষসা।
কোন বংশে জন্ম তার বৈসে কোন দেশে
কোন দেশে সীতা লৈয়া গেলত রাক্ষসে।
অনেক শক্তিতে পাখি তুলিলেন মাতা
রামের অগ্রে কহেন সীতা দেবীর কথা।
চৌদ্দ হাজার মারিলে রাক্ষস খর দুষন
শুর্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মন।
এই কোপে রাবন নিলেক তোমার স্ত্রী
সীতা লৈয়া গেল সাগরপার লঙ্কাপুরী।
বিশ্বশ্রবার পুত্র রাবন রাক্ষসের রাজা
ব্রুহ্মার বরে হয় রাবন মহাতেজা।

কোন চিন্তা না করিহ রাম সম্বল ক্রন্দন
সীতার উদ্ধার করিবে তুমি মারিয়া রাবন।
তোমার পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।
এত বলি পক্ষির মুখে রক্ত ভাগে
সীতার বার্ত্তা পক্ষী কহিল রামের আগে।
মরনকালে বন্দে পক্ষী রাম লক্ষ্মন
দিব্য রথে চাপিয়া স্বর্গে করিল গমন।
জটায়ুর মরন শুনিলে হয় ধর্ম্মজ্ঞান
কীর্ত্তিবাস গাইল ইহা শুনিয়া পুরাণ।

রাম বলেন পক্ষী মোর বাপের সমান
সীতার কারনে পক্ষী হারাইল প্রান।
বনজন্তুতে খাইলে অধর্ম্ম অপযশ
অগ্নিকার্য্য করিয়া রাখহ পৌরুষ।
সেইক্ষনেতে লক্ষ্মন অগ্নিকুণ্ড কাটি
কুণ্ড জ্বালেন বীর করিয়া পরিপাটি।

চিতার ওপর তোলেন জটায়ু পক্ষিরাজ
রাম লক্ষ্মন করেন জটায়ুর অগ্নিকায ।
সংস্কারমন্ত্র পড়েন শ্রীরাম লক্ষ্মন
গোদাবরির জলে পক্ষির করিল তর্পন ।
রামদরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস
অরন্যাকে গাইল অনুষ্ঠান রাবনবিনাশ ।

রহিবার স্থান নাহি হৈল সন্ধ্যাবেলা
নেওটিয়া দুই ভাই সেইঘরে গেলা ।
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মন
শুন্য ঘর দেখি সীতা নিলত রাবন ।
রাম বলেন বলি শুন ভাইরে লক্ষ্মন
গোদাবরির জলে আমি ছাড়িব জীবন ।
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন
সীতা২ বলিয়া রাম হৈল অচেতন ।

ভাই২ বলিয়া লক্ষ্মণ রাম কৈল কোলে
মুকুতা গাঁথিল রামের বহে চক্ষুজলে।
রাত্রি নিদ্রা নাহি রামের ঘন বহে শ্বাস
সেইঘরে রাম করিলেন তিন উপবাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন লিখিতে না জানি
সর্ব্বক্ষণ কান্দেন রাম দিবস রজনী।
রজনী প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহনে
সীতার উদ্দেশে চলিলেন রাম দক্ষিণে।
ঘর ছাড়িয়া রাম গেল পথ ক্রোশ দুই
কুশর বনেতে প্রবেশিল দুই ভাই।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ চরে পালেপালে
অবসানে দুই ভাই বৈসে গাছের তলে।
বুদ্ধি বিক্রমে বড়ই চতুর লক্ষ্মণ
রামের তরে বলেন কিছু প্রবোধবচন।
বাম হস্ত স্কন্ধে মোর বামলোচন
বামভিতে খঞ্জন পাখি করিছে গমন।
বিষম কুশর বন দেখি মনে করি ভয়
নানা অমঙ্গল দেখি জীবন সংশয়।

এতেক ভাবিয়া দুই ভাই চলিতে অনুবন্ধ
পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ।
শরীরভিতর নাক কান শরীরভিতর চক্ষু
বিকৃতি আকার রাক্ষস হাত দুই লখ।
পেটের ভিতর নাক কান পেটের ভিতর মাথা
শত যোজন প্রমান হাত অপূর্ব্ব তার কথা।
রাম লক্ষ্মন দেখি রাক্ষস করেত গর্জ্জন
দুই হাত প্রসারিয়া রাখে দুই জন।
কবন্ধ বলে তোরা মোর হইলি আহার
মোর হাতে পড়িলে আজি নাহিক নিস্তার.
বিষম বলে তোরা বেড়াহ কিকারন
পরিচয় দেহ তোরা হও কোন জন।
রাম বলেন লক্ষ্মন ভাই হইল সংশয়
প্রান রক্ষা কর ভাই দিয়া পরিচয়।
লক্ষ্মন বলেন ভাই যুদ্ধে কেন ঘাটি
রাক্ষসার দুই হাত দুই ভাই কাটি।
কবন্ধের ডাহিন হাত কাটেন শ্রীরাম
খাণ্ডার চোটে কাটেন লক্ষ্মন হস্ত বাম।

দুই ভাই কবন্ধের দুই হাত কাটি
পড়িল কবন্ধ বীর করে ছটফটি।
ডাক দিয়া রামের তরে করে সম্ভাষণ
কোন দেশে বৈস তুমি হও কোন জন।
লক্ষ্মণ বলেন রাম রঘুবংশের রাজা
দশরথের পুত্র রাম সভে করে পূজা।
শ্রীরামের ভাই আমি নাম লক্ষ্মণ
বাপের সত্য পালিতে বেড়াই বনেবন।
তুমি কেন রাক্ষস বিকৃতি আকৃতি
বনের ভিতরে থাক তুমি হও কে ন জাতি।
এতেক যদি লক্ষ্মণ করে সম্ভাষণ
পূর্ব্বকথা রাক্ষসার হইল স্মরণ।
কুবের নামে দানব আমি পরম সুন্দর
রূপে জিনিয়া যেন চন্দ্র দিবাকর।
সকল দেবতায় উপহাস করি আপন রূপে
ক্রোধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে।
রূপের তেজে দেবতার করিনু উপহাস
বিকৃতি রূপ হউক সব রূপ যাউক নাশ।

আপনি জন্মিবেন রাম বিষ্ণু অবতার
রামের বানে পড়িলে তোর হবেক নিস্তার।
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র দেব সুরপতি
ক্রোধে ইন্দ্র আমারে মারিল বজ্রাঘাতি।
বজ্রাঘাতে রহয়ে মাতা পেটের ভিতর চুকে
পেটের ভিতর হৈল চরন মস্তকে।
চলিতে শক্তি নাহি কেমনে মিলিবে ভক্ষ্য
দয়া করি দুই হস্ত দীর্ঘ হয় দুই লক্ষ।
দুই হস্ত হৈল মোর যেন দুই পর্ব্বত
দুই হস্তে যোড়ে আমার পঞ্চ দিনের পথ।
দুই পহরের পথে যত পাই বনচর
দুই হাতে সাপটিয়া ভরিত উদর।
কুৎসিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন
তোমা দরশনে মুক্ত পাপ বিমোচন।
তোমার কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস
কেন গোসাঞি বনে বেড়াও কোন অভিলাষ।
রাম বলেন সীতা চাহিয়া বেড়াই দুই জন
যুক্তি বল কেমনে পাইব দরশন।

কবন্ধ বলে রঘুপতি কহি উপদেশ
যাহা হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ।
যাবৎ রাম আমার শরীর না হয় সংহার
তাবৎ কিছু নাই দেখি সব অন্ধকার।
রাক্ষসশরীর পোড়া গেলে পাই অব্যাহতি
তবে বলিতে পারি রাম ইহার যুকতি।
সেইক্ষণে লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি
কবন্ধ পোড়াইতে রাম করে পরিপাটি।
শরীর পুড়িয়া তার হইল অঙ্গার
অগ্নি হৈতে উঠে পুরুষ অদ্ভুত আকার।
অন্তরীক্ষ উঠিয়া পুরুষ করে রাম সম্ভাষণ
দেবশরীর হৈয়া পুরুষ উঠিল গগন।
পুরুষ বলেন শুন রাম লক্ষ্মণ
সাবধান হৈয়া শুন আমার বচন।
ঋষ্যমূখ পর্ব্বতে যাহ সুগ্রীব উদ্দেশে
মেলানি দেহ রাম লক্ষ্মণ যাই স্বর্গবাসে।
রামদরশনে কবন্ধ গেল স্বর্গবাস
কুশর বনে রাম করিল তিন উপবাস।

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বেহান বেলা
রাম লক্ষ্মন পম্পা নদীর কুল গেলা।
যোড় জাড়ি মৃগ পক্ষী করিছে আগমন
তাহা দেখিয়া রাম শোকে অচেতন।
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মন
প্রান ছাড়িব আমি সীতার কারন।
যোড়েং কেলি করে যত মৃগ পাখি
কে হরিয়া নিল মোর সীতা চন্দ্রমুখী।
পম্পা নদীর [illegible]ন রাম করেন স্নান তর্পন
পম্পা নদীর জল রাম করেন ভক্ষন।
শোকে উপবাসে রাম তৃষায় বিকল
তিন গণ্ডুষ খাইলেন রাম সেই নদীর জল।
স্নান করিয়া রাম উঠিলেন কুলে
সুগ্রীব উদ্দেশে তবে রাম লক্ষ্মন চলে।
প্রবেশ করিল মতঙ্গের তপোবন
রাম দেখি মুনিকন্যা হরিষ বদন।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া কন্যা আইল সম্মুখে
অতিথি ব্যবহারে পূজা করিল শ্রীরামে।

মতঙ্গ মুনির সেবা করিনু অনেক কাল
আমা এড়ি স্বর্গ গেলেন বড় ঠাকুরাল।
রামের সনে যবে তোমার হবে দরশন
সেইক্ষনে হবে তোমার পাপ বিমোচন।
রামের সম্মুখে কন্যা অগ্নিকুণ্ড কাটে
অগ্নি আনিয়া কন্যা জ্বালিল নানা কাঠে।
অগ্নি প্রবেশ করে কন্যা বন্দি রাম লক্ষ্মণ
কন্যার সাহসে রামের চমৎকৃত মন।
অগ্নি প্রবেশে কন্যা রামের চমৎকার
অগ্নিতে পুড়িয়া কন্যা হইল অঙ্গার।
এ সব দেখিয়া রাম লক্ষ্মণের ত্রাস
রাম দেখিয়া কন্যা গেল স্বর্গবাস।
সেই তপোবনে কৈল ফল মূল ভক্ষন
শোক দুঃখ ঘুচিবে রামের দেখি দেবগন।
শ্রীরামচরিত্র কথা অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল অরন্য কাণ্ড।